ভূমিকা

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত কর্মকান্ড ঘটছে সেগুলোর প্রতিটি এক একটি ঘটনা। এই ঘটনাই লেনদেনের ভিত্তি। তবে সব ঘটনাই লেনদেন নয়। যেমন, কোন দোকানের মালিককে তার বাবা ৫০০ টাকা দিলেন। যে সমস্ত ঘটনা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আনে, অর্থ দ্বারা পরিমাপ করা যায় এবং দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘটিত হয় তাকে লেনদেন বলে। লেনদেন হিসাবের বইতে নিয়মানুযায়ী লিপিবদ্ধ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। লেনদেন হিসাবের বইতে অথবা কম্পিউটারের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করতে লেনদেনের সমর্থনে প্রমাণপত্র প্রয়োজন হয়। এই ইউনিটে লেনদেনের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, ঘটনা ও লেনদেনের পার্থক্য ও লেনদেনের দলিলপত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

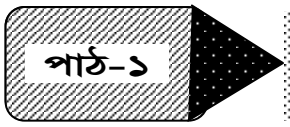

লেনদেন ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Transaction : Definition and Features

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি -

- লেনদেন কি তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন
- ঘটনা ও লেনদেনের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন
- লেনদেনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সূচনা (Introduction)

হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহ হিসাবের বইতে সুষ্ঠুভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং বৎসরান্তে কার্যফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা। আর্থিক লেনদেন লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম শুরু হয়। লেনদেন হল হিসাববিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান উপাদান। কাঁচামাল ছাড়া উৎপাদক যেমন উৎপাদন করতে পারে না, হিসাবনিকাশও তেমনি লেনদেন ছাড়া সম্পাদন করা যায় না। সুতরাং লেনদেন সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা দরকার।

লেনদেন সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগে লেনদেন যে ধারণা থেকে এসেছে সে সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। লেনদেন হল কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঘটনা। তাই লেনদেন সম্পর্কে জানতে হলে ঘটনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে।

ঘটনা (Event) ঃ সাধারণভাবে কোন কিছু সংঘটিত হওয়াকে ঘটনা বলে। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিনিয়ত যে সমস্ত কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে সেগুলোর প্রতিটি এক একটি ঘটনা। প্রতিনিয়ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে সেগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **অনার্থিক ঘটনা (Non-monitary Events) ঃ** যে সমস্ত ঘটনার সাথে অর্থের সংশ্লিষ্টতা নেই বা যে সমস্ত ঘটনায় মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না তাকে অনার্থিক ঘটনা বলা যায়। যেমন খাওয়া, খুমানো, খেলায় জয়লাভ করা, সভায় বক্তৃতা দেওয়া, পণ্যক্রয়ের আদেশ দেওয়া ইত্যাদি।

২. **আর্থিক ঘটনা (Monitary Events) ঃ** অর্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত ঘটনা যা ঘটলে মানুষের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় তাকে আর্থিক ঘটনা বলে। যেমন- কেনাকাটা, ভাড়া প্রদান, বিক্রয় করা ইত্যাদি।

হিসাববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে সমস্ত ঘটনা দ্বারা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে সেগুলোই ঘটনা বলে স্বীকৃত। অনার্থিক ঘটনা এখানে প্রযোজ্য নয়।

ঘটনা ও লেনদেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। লেনদেনের উৎপত্তি হয় ঘটনা থেকে। ঘটনা সংঘটিত না হলে লেনদেন হতে পারে না। *তাই সাধারণভাবে বলা যায় সকল লেনদেনই ঘটনা কিন্তু সকল ঘটনা লেনদেন নয়।*

লেনদেন (Transaction) ঃ নেওয়া এবং দেওয়া শব্দ দুটো থেকে লেনদেন শব্দের উৎপত্তি। একে আদান-প্রদানও বলা যায়। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে কোন কিছুর আদান-প্রদানকে লেনদেন বলে। স্নেহ, ভালবাসার আদান-প্রদানকেও লেনদেন বলা চলে। কিন্তু হিসাববিজ্ঞানে লেনদেন শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে। একটি প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মকর্তার হঠাৎ মৃত্যু প্রতিষ্ঠানটির জন্য অপরিহার্য ক্ষতি। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না। এটি প্রতিষ্ঠানটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
আবার গুদামে আগুন লেগে ৫০০ টাকা মূল্যের পণ্য নষ্ট হয়ে গেল। এটাও একটি ঘটনা এবং টাকায় পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনও ঘটেছে।

আর একটি ঘটনার কথা আমরা চিন্তা করি। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মেয়ের বিয়েতে ৫০,০০০ টাকা খরচ করলেন। এটি একটি ঘটনা এবং এটিকে অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ এটি একটি আর্থিক ঘটনা। কিন্তু এতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে না। তবে তিনি যদি প্রতিষ্ঠান থেকে এ অর্থ গ্রহণ করেন তাহলে তাতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সকল ঘটনাই লেনদেন নয়। এমনকি সকল আর্থিক ঘটনাও লেনদেন নয়। কোন ঘটনাকে লেনদেন হতে হলে তার অবশ্যই নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে।

লেনদেনের বৈশিষ্ট্য (Features of Transaction) ঃ
সকল ঘটনা লেন দেন নয়। কোন ঘটনাকে লেনদেন হতে হলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকতে হবে -

১. আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন (Change in Financial Position) ঃ কোন ঘটনা লেনদেন হতে হলে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে হবে। প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে একজন MBA-কে ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করা হল। ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য হলেও এর ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি বিধায় এটি লেনদেন নয়। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন দু'ভাবে হতে পারে-

ক) পরিমাণগত বা নীট পরিবর্তন (Quantitative or Net Change) ঃ যে পরিবর্তন দ্বারা মোট সম্পত্তি ও মোট ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তাকে পরিমাণগত বা নীট পরিবর্তন বলে। যেমন-ধারে ১০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হলো। এক্ষেত্রে একদিকে ১০,০০০ টাকার সম্পত্তি (যন্ত্রপাতি) বৃদ্ধি পেল। অন্যদিকে ১০,০০০ টাকার দায় (পাওনাদার) বৃদ্ধি পেল।

খ) কাঠামোগত বা গুণগত পরিবর্তন (Structural or Qualitative change) ঃ যে পরিবর্তন দ্বারা মোট সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ না হয়ে সম্পত্তি ও দায়ের উপাদানগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে কাঠামোগত বা গুণগত পরিবর্তন বলে। যেমন-দেনাদারের কাছ থেকে ২০,০০০ টাকা আদায় করা হলো। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তির পরিবর্তন হবে না। শুধু দেনাদার কমবে এবং নগদ অর্থ বাড়বে।

২। অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য (Measurable in terms of money) ঃ যে কোন ঘটনাকে লেনদেন হতে হলে তা অবশ্যই অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য হতে হবে। পণ্য বিক্রয় করা হল, এটা কোন লেনদেন হবে না। কিন্তু যদি বলা হয় ২০,০০০ টাকার পণ্য বিক্রয় করা হল তবে সেটা লেনদেন হবে।

৩। দ্বৈতসত্তা বা দুটোপক্ষ (Dual Aspect) ঃ কোন ঘটনা লেনদেন হতে হলে ইহা একই সময়ে পৃথক পৃথক অন্তত দুটো পক্ষ বা হিসাবখাতকে প্রভাবিত করবে। একে লেনদেনের দ্বৈত সত্তা বলা হয়। যেমন-নগদ টাকায় মেশিন কয় করা হলো। এক্ষেত্রে নগদ একটি এবং মেশিন আর একটি পক্ষ বা হিসাব খাত একই সাথে প্রভাবিত হচ্ছে।

৪। স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাতন্ত্র্য (Self-sufficient and Independent) ঃ কোন ঘটনা লেনদেন হতে হলে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র হতে হবে। যেমন, সকালে ধারে বিক্রয় বিকালে টাকা পেলেও দুটো পৃথক ঘটনা হিসেবে দুটি লেনদেন সংঘটিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

৫। **দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান ঘটনা ঃ** দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান ঘটনা লেনদেন হতে পারে। যেমন- ৫,০০০ টাকায় আসবাবপত্র ক্রয় একটি দৃশ্যমান ঘটনা হিসেবে লেনদেন। আবার ঐ আসবাবপত্র সারা বছর ব্যবহারের জন্য ১০% অবচয় ধার্য হলে তা অদৃশ্যমান ঘটনা হিসেবে লেনদেন হবে।

৬। **অতীত বা ভবিষ্যতের ঘটনা (Past and Future Event) ঃ** সাধারণত: কোন ঘটনা সংঘটিত হবার পরে এর আমরা লেনদেন বলি এবং হিসাবভুক্ত করি। অর্থাৎ আগে লেনদেনভুক্ত হয় পরেও হিসাব করা হয়। যেমন, ৪০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়। কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন ঘটনা দ্বারাও আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তাই ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমন ঘটনাও লেনদেন হতে পারে। যেমন- অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি।

সুতরাং সেই ঘটনাকে লেনদেন বলা হয় যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আনে। অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য, দুই পক্ষের মধ্যে সংঘটিত স্বয়ংসম্পূর্ণ, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান এবং অতীত বা ভবিষ্যৎ ঘটনা হলো লেনদেন।

হিসাব সমীকরণের মাধ্যমে লেনদেন নিরূপণ (Determination of Transaction through Accounting Equation) ঃ আধুনিক হিসাববিজ্ঞানীগণের মতে হিসাব সমীকরণ (সম্পত্তি=দায়+মূলধন)। এর উপাদানগুলোর পরিবর্তনকারী ঘটনাকে লেনদেন বলে। একটি ব্যবসার মোট সম্পত্তির পরিমাপ মোট দায়ের সমান। দায় দু'প্রকার যথাঃ

- মালিকের পাওনা(মূলধন) বা মালিকের দায় এবং
- তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়কে বহিঃদায় বলা হয়।

সুতরাং কোন ঘটনায় সম্পত্তি, দায় ও মূলধনের এক বা একাধিক উপাদানে পরিবর্তন হলে উক্ত ঘটনাকে লেনদেন বলা হবে। যেমন-

(১) নগদ ৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা করা হলো। এ ঘটনায় সমীকরণের সম্পত্তি (নগদ টাকা) বাড়ছে ৫০,০০০ টাকা এবং মূলধন বাড়ছে ৫০,০০০ টাকা। সুতরাং এ ঘটনাটি একটি লেনদেন।

(২) ধারে আসবাবপত্র ক্রয়। এ ঘটনায় সম্পত্তি (আসবাবপত্র) বৃদ্ধি পায় এবং দায় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এটিও লেনদেন।

ঘটনা ও লেনদেনের পার্থক্য (Difference between Event and Transaction) ঃ

ঘটনা ও লেনদেন অনেকটা সমার্থক বলে মনে হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যগুলো নিম্নে দেওয়া হল।

	ঘটনা (Event)	লেনদেন (Transaction)
সংজ্ঞা	সাধারণতঃ সব ঘটনা লেনদেন নয়; যেমন- মানুষের দুঃখ, বেদনা ও উল্লাসের ঘটনা লেনদেন নয়।	সব লেনদেনই ঘটনা। যেমন- নগদ টাকায় পণ্য ক্রয়।
আর্থিক অবস্থা	সব ঘটনার দ্বারা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় না। যেমন, বক্তৃতা করা।	লেনদেনই আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। যেমন, মুজুরী প্রদান।
অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য	সব ঘটনা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ যোগ্য নয়। যেমন, পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান।	লেনদেন অর্থ দ্বারা পরিমাপযোগ্য। যেমন, নগদ টাকায় ৫০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়।
ব্যাপকতা	ঘটনা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- সুখময় স্মৃতির ঘটনা।	আর্থিক ঘটনা লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন-৩ টাকায় একটি কলম ক্রয়।
পক্ষের সংশ্লিষ্টতা	সকল ঘটনায় দুটি পক্ষ জড়িত নাও থাকতে পারে। যেমন, পথ চলতে হঠাৎ পড়ে যাবার ঘটনা।	প্রতিটি লেনদেনে অবশ্যই দুটি পক্ষ থাকবে। যেমন, পণ্য ক্রয় করতে গেলে বিক্রেতা থাকবে।
হস্তান্তর যোগ্যতা	ঘটনায় দ্রব্য বা সেবার হস্তান্তর নাও ঘটতে পারে। যেমন, পড়ার টেবিলে বই সাজিয়ে রাখার ঘটনা।	প্রতিটি লেনদেনে পণ্য সেবা/সম্পত্তি হস্তান্তর হয়। যেমন, নগদ টাকায় পণ্য ক্রয় করলে পণ্য ও টাকা হস্তান্তর হয়।
লিপিবদ্ধকরণ	সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করা যায় না বা প্রয়োজন হয় না। যেমন, টেবিলের বই গুছানো।	প্রতিটি লেনদেন অবশ্যই হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
প্রমাণ	অনেক ঘটনার সমর্থনে কোন প্রমাণ থাকে না।	প্রতিটি লেনদেনের সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ থাকে।
পরিধি	ঘটনায় পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক	লেনদেনের পরিধি সীমিত
বাস্তবতা	ঘটনা বাস্তব অবাস্তব যে কোন ধরনের হতে পারে।	লেনদেন সর্বদাই বাস্তবভিত্তিক হয়।

ঘটনা ও লেনদেনের উদাহরণ ঃ

নং	ঘটনা	লেনদেন কি না	কারণ
১.	মি. আবির ৯০,০০০ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।	লেনদেন	ব্যবসার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। নগদ ৯০,০০০ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমপরিমাণ অর্থের জন্য মূলধন সৃষ্টি হয়েছে। নগদান হিসাব ও মূলধন হিসাব জড়িত। দৃশ্যমান, অতীত ও স্বতন্ত্র ঘটনা।
২.	তিনি ৫০,০০০ টাকার পণ্য নগদে ক্রয় করলেন।	লেনদেন	আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। নগদ টাকা কমেছে এবং পণ্য এসেছে। ক্রয় হিসাব ও নগদ হিসাব জড়িত। দৃশ্যমান, অতীত ও স্বতন্ত্র ঘটনা।
৩.	জনাব জয়কে মাসিক ৩,০০০ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিয়োগ করা হয়।	লেনদেন নয়	ম্যানেজার নিয়োগে আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।
৪.	নগদে পণ্য বিক্রয় ৬০,০০০ টাকার	লেনদেন	আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। নগদ টাকা এসেছে এবং পণ্য চলে গেছে। নগদান হিসাব ও বিক্রয় হিসাব জড়িত। দৃশ্যমান, অতীত ও স্বতন্ত্র ঘটনা।
৫.	জনাব আবিরের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।	লেনদেন নয়	ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।
৬.	১৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান করেন।	লেনদেন নয়	পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদানের জন্য আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি।
৭.	তিনি ছেলেমেয়ের স্কুলের বেতন বাবদ ১,৪০০ টাকা প্রদান করেন।	লেনদেন নয়	ছেলেমেয়ের স্কুলের বেতন ব্যক্তিগত খরচ। সত্তা ধারণা অনুযায়ী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও মালিক পৃথক। ব্যবসায় আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।
৮.	মালিকের পুকুরের মাছ বিক্রী করে ২০,০০০ টাকা পেলেন	লেনদেন নয়	ব্যবসায় আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি।
৯.	ম্যানেজারের বেতন প্রদান ৩,০০০ টাকা	লেনদেন	আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। খরচ বেড়েছে ও নগদ টাকা কমেছে। বেতন হিসাব ও নগদ হিসাব জড়িত। দৃশ্যমান, অতীত ও স্বতন্ত্র ঘটনা।
১০.	৫,০০০ টাকায় বাকীতে বিক্রিত পণ্য ফেরত আসল।	লেনদেন	আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। মজুত বেড়েছে ও দেনাদার কমেছে। বিক্রয় ফেরত ও দেনাদার হিসাব জড়িত। দৃশ্যমান, অতীত ও স্বতন্ত্র ঘটনা।

পাঠ সংক্ষেপ

- কোন কিছু সংঘটিত হওয়াকে ঘটনা বলে। সকল ঘটনাই লেনদেন নয়। যে ঘটনা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আনে, অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য, দুটো পক্ষের মধ্যে সংঘটিত, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান, অতীত বা ভবিষ্যতের এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ তাকে লেনদেন বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। লেনদেন বলতে কি বুঝায়?
ক) আদান প্রদানের ঘটনা
খ) আর্থিক ঘটনা
গ) অর্থে প্রকাশযোগ্য আর্থিক ঘটনা
ঘ) টাকায় পরিমাপযোগ্য সেবার আদান-প্রদান।

২। কোন্‌টি লেনদেনের বৈশিষ্ট্য নয়?
ক) আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন
খ) অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপযোগ্য
গ) সম্পত্তি ও দায় মনোভাবের পরিবর্তন
ঘ) স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

৩। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন দু'ভাবে হতে পারে- যথা-
ক) মুনাফা ও মূলধন জাতীয়
খ) পরিমাপগত ও গুণগত
গ) আয় ও ব্যয়গত
ঘ) বস্তুগত ও অবস্তুগত।

৪। কোন্‌টি অদৃশ্য লেনদেন?
ক) অবচয়
খ) ভূমি ক্রয়
গ) পণ্য বিক্রয়
ঘ) বেতন প্রদান।

৫। আর্থিক অবস্থার গুণগত পরিমাণ কোনটি?
ক) সম্পত্তি ও দায় সমভাবে পরিবর্তিত হওয়া
খ) সম্পত্তি ও দায়ের পরিবর্তন হওয়া
গ) সম্পত্তি বিনষ্ট বা খরচ হওয়া
ঘ) সবগুলোই।

৬। কোন্‌টি লেনদেন নয়?
ক) বকেয়া বেতন
খ) পণ্য ক্রয়ের ফরমায়েশ প্রদান
গ) আসবাবপত্রের অবচয়
ঘ) অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি।

৭। কোন্‌টি হিসাব সমীকরণে অন্তর্ভুক্ত নয়?
ক) সম্পদ
খ) দায়
গ) মূলধন
ঘ) কোনটি নয়।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। লেনদেন বলতে কি বুঝায়? লেনদেনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

২। ঘটনা ও লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৩। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন কত প্রকার আলোচনা করুন।

ব্যবহারিক প্রশ্ন ঃ

১। নিম্নোক্ত ঘটনাবলীর কোনটি লেনদেন ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করুন।

ক) জনাব নিবির ২,৫০,০০০ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।
খ) তিনি ১,০০,০০০ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।
গ) তিনি নগদে ৮০,০০০ টাকার পণ্য ক্রয় করলেন।
ঘ) তিনি মাসিক ৫,০০০ টাকা বেতনে একজন কর্মচারী নিয়োগ করলেন।
ঙ) তিনি ব্যাংক থেকে একটি নতুন চেক বই আনলেন।
চ) তিনি বন্ধুর কাছে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ চাইলেন।
ছ) বিজ্ঞাপন খরচ প্রদান করা হলো ১০,০০০ টাকা।
জ) ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবসায় থেকে ২০,০০০ টাকা উত্তোলন।
ঝ) আগুনে ১৫,০০০ টাকার পণ্য পুড়ে গেল।
ঞ) ক্যাশ বাক্স থেকে ৫,০০০ টাকা হারিয়ে গেল।

পাঠ-২ লেনদেনের শ্রেণীবিভাগ ও লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- লেনদেনের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন
- লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

লেনদেনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Transaction)

লেনদেনের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে এর শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিম্নে লেনদেনের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করা হল ঃ

১। সংঘটনের ভিত্তিতে লেনদেনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- বহিঃলেনদেন ও আন্তঃলেনদেন।

ক) **বহি:লেনদেন (External Transaction)** ঃ যে লেনদেন প্রতিষ্ঠানের বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংঘটিত হয় তাকে বহিঃলেনদেন বলে। সাধারণত পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, অর্থ আদান-প্রদান ইত্যাদি লেনদেন বাইরের লোকদের সাথে সংঘটিত হয়। করিমের কাছ থেকে ৫,০০০ টাকার পণ্য ক্রয়। করিম বাইরের লোক তাই লেনদেনটি বহি:লেনদেন।

খ) **আন্তঃলেনদেন (Internal Transaction)** ঃ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সংঘটিত লেনদেনকে আন্তঃলেনদেন বলে। এ জাতীয় লেনদেন সাধারনত অদৃশ্য লেনদেন হয়। যেমন- সম্পত্তির অবচয়।

২। পরিশোধের ভিত্তিতে লেনদেনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- নগদ লেনদেন ও ধারে লেনদেন।

ক) **নগদ লেনদেন (Cash Transaction)** ঃ যে লেনদেনে নগদ টাকা আদান-প্রদান হয় তাকে নগদ লেনদেন বলে। যেমন, নগদে পণ্য বিক্রয়।

খ) **ধারে লেনদেন (Credit Transaction)** ঃ যেসব লেনদেনে তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থ আদান-প্রদান হয় না তাকে ধারে লেনদেন বলে। যেমন, ধারে পণ্য ক্রয়।

৩। দৃশ্যমানতার ভিত্তিতে লেনদেনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান লেনদেন।

ক) **দৃশ্যমান লেনদেন (Tangible Transaction)** ঃ যে সমস্ত লেনদেনের প্রভাব বা ফলাফল দৃষ্টিগোচর হয় তাদের দৃশ্যমান লেনদেন বলে। যেমন, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।

খ) **অদৃশ্যমান লেনদেন (Intangible Transaction)** ঃ যে সব লেনদেনের প্রভাব বা ফলাফল দৃষ্টিগোচর হয় না তাদের কে অদৃশ্যমান লেনদেন বলে। যেমন, সম্পত্তির অবচয়।

৪। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে লেনদেনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত লেনদেন।

ক) **ব্যবসায়িক লেনদেন (Business Transaction)** ঃ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন যে সমস্ত লেনদেন সম্পন্ন করে সেগুলোকে ব্যবসায়িক লেনদেন বলে। যেমন- ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি।

খ) **ব্যক্তিগত লেনদেন (Personal Transaction)** ঃ যে সব লেনদেন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন যাপনের জন্য সংঘটিত হয় সে সব লেনদেনকে ব্যক্তিগত লেনদেন বলে। যেমন- চাউল ক্রয়, বাড়ী ভাড়া প্রদান ইত্যাদি।

৫। উপযোগিতার ভিত্তিতে লেনদেনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- মুনাফা ও মূলধন জাতীয় লেনদেন।

ক) **মুনাফাজাতীয় লেনদেন (Revenue Transaction)** ঃ যে সমস্ত লেনদেনের ফলাফল স্বল্পকালব্যাপী তথা একটি আর্থিক বৎসরে শেষ হয় সে সব লেনদেনকে মুনাফা জাতীয় লেনদেন বলে। যেমন- বেতন প্রদান।

খ) **মূলধন জাতীয় লেনদেন (Capital Transaction)** ঃ যে সব লেনদেনের ফলাফল দীর্ঘমেয়াদী তথা একাধিক আর্থিক বৎসর পর্যন্ত বজায় থাকে সে সব লেনদেনকে মূলধন জাতীয় লেনদেন বলে। যেমন, যন্ত্রপাতি ক্রয়, দালান নির্মাণ ইত্যাদি।

লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া (Transaction Recording Procedure)

একটি বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন শত শত লেনদেন সংঘটিত হয়। সারা বছরের এই অসংখ্য লেনদেন মনে রাখা যায় না এবং মুখে মুখে মিলানো সম্ভব নয়। সুতরাং ব্যবসায়ের এ সব লেনদেন অবশ্যই হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত হয় মুনাফা অর্জনের প্রত্যাশায়। মুনাফা অর্জিত হয়েছে কিনা তা বৎসরান্তে জানা প্রয়োজন। ব্যবসায়ের লেনদেনগুলো হিসাববিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে সঠিক ও শুদ্ধভাবে হিসাবের বইতে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করলে মুনাফা অর্জিত হয়েছে কিনা বা কত পরিমাণ মুনাফা অর্জিত হয়েছে তা জানা যাবে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের বাৎসরিক ফলাফল লাভের জন্য লেনদেনগুলোকে প্রথমে বিভিন্ন সহকারী বা প্রাথমিক হিসাবের বই যেমন, সাধারণ জাবেদা, প্রকৃত জাবেদা, নগদান বই, ক্রয় বই, বিক্রয় বই ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সহকারী হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধকৃত লেনদেনগুলোকে খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয় এবং প্রাথমিকভাবে হিসাবভিত্তিক ফলাফল নির্ণয় করা হয়। খতিয়ানে হিসাবগুলোর উদ্বৃত্ত বা সারসংক্ষেপ নিয়ে রেওয়ামিল প্রস্তুত করে সংরক্ষিত লেনদেনগুলোর বা হিসাবখাতগুলোর গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয়। হিসাব বৎসর শেষে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করে সারা বৎসরের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের ফলাফল বা লাভক্ষতির সঠিক পরিমাণ এবং আর্থিক অবস্থা বা সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ নির্ণয় ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হিসাববিজ্ঞানের কার্যক্রম লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়; এবং চূড়ান্ত ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে শেষ হয়। *এ জন্য লেনদেন লিপিবদ্ধকরণকে হিসাববিজ্ঞানের প্রথম কাজ বা ভিত্তি বলা হয়।* একাজ সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে কতকগুলো দলিলপত্রকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। যে সব দলিলপত্রের ভিত্তিতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় তাদের মধ্যে- (১) চালান (২) ভাউচার (৩) ডেবিট নোট (৪) ক্রেডিট নোট ও (৫) মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট চালান প্রধান। পরবর্তী পাঠে এ সব দলিলপত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ সংক্ষেপ

- বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেনদেনকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হিসাবের বইতে হাতে কলমে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা যায়। আবার যান্ত্রিক পদ্ধতি কম্পিউটারের সাহায্যে লেনদেনের হিসাব সংরক্ষণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন

১। সংঘটনের ভিত্তিতে লেনদেন কে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
- ক) সংঘটিত ও সম্ভাব্য লেনদেন
- খ) নগদ ও ধারে লেনদেন
- গ) বহিঃ ও আন্তঃলেনদেন
- ঘ) ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত লেনদেন।

২। পরিশোধের ভিত্তিতে লেনদেন দুই প্রকার। যথা-
- ক) দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান লেনদেন
- খ) নগদ ও ধারে লেনদেন
- গ) মুনাফা জাতীয় ও লেনদেন জাতীয় লেনদেন
- ঘ) বহিঃ ও আন্তঃলেনদেন।

৩। উপযোগিতার ভিত্তিতে লেনদেন দুই প্রকার। যথা-
- ক) মুনাফা জাতীয় ও মূলধন জাতীয় লেনদেন
- খ) নগদ ও ধারে লেনদেন
- গ) দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান লেনদেন
- ঘ) ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত লেনদেন।

৪। হিসাববিজ্ঞানের প্রথম কাজ কোনটি?
- ক) কার্যফল ও আর্থিক অবস্থা বিশ্লেষণ
- খ) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণ
- গ) লেনদেনের স্থায়ী হিসাব সংরক্ষণ
- ঘ) প্রাথমিক হিসাবের বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ।

৫। লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে হবে, কারণ?
- ক) অনেক দিন মনে রাখা যায় না
- খ) মুখে মুখে ফলাফল নির্ণয় করা যায় না
- গ) কার্যফল ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যায় না
- ঘ) সবগুলোর জন্যই।

৬। কোন্‌টি লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের সাথে সম্পর্কিত?
- ক) হিসাবের বই
- খ) কম্পিউটার
- গ) দলিলপত্র
- ঘ) সবগুলোই।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। লেনদেনের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।

২। লেনদেন লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিন।

পাঠ-৩

বিভিন্ন দলিলপত্রের ব্যবহার ও ছক
(Different Documents use and Forms)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাব সংক্রান্ত কতিপয় দলিলপত্রের বর্ণনা দিতে পারবেন
- দলিলপত্র হিসাব লিখতে পারবেন

সূচনা (Introduction)

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন সংঘটিত অসংখ্য লেনদেন সুনির্দিষ্ট নিয়মে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একাজ সম্পাদনে অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের সময় কতকগুলো দলিলপত্র ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের জন্য কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় কাগজ পত্র তৈরী করতে হয় যে গুলোকে লেনদেনের দলিলপত্র নামে অভিহিত করা হয়। লেনদেন হাতে কলমে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হোক অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হোক না কেন লেনদেনের দলিলপত্র ভিত্তি হিসাবে অবশ্যই থাকতে হবে। এ সমস্ত দলিলপত্র বলতে কি বুঝায়, এগুলোর ছক কিরূপ, কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় এবং এগুলোর সাহায্যে কিভাবে হিসাব লিখতে হয় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

চালান (Invoice) ঃ আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলোর মধ্যে চালান অন্যতম। চালানের ভিত্তিতেই মূল্য আদায়ের জন্য বিল প্রস্তুত করা হয় এবং মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরূপ বিলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাকীতে পণ্য বিক্রী করে বিক্রেতা পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ যথা- পণ্যের শ্রেণী, প্রকৃত পরিমাণ, দর, মূল্য ও মূল্য পরিশোধের শর্তাবলী দিয়ে ক্রেতাকে যে পত্র পাঠায় তাকে চালান বলে। এই চালান বিক্রেতার কাছে বিক্রয় চালান এবং ক্রেতার কাছে ক্রয় চালান নামে পরিচিত। এই চালান অনুযায়ী বিক্রেতা বিক্রয় বইতে বাকী পণ্য বিক্রয় এবং ক্রেতা ক্রয় বইতে বাকীতে পণ্য ক্রয় প্রাথমিক পর্যায়ে লিপিবদ্ধ করে। নিম্নে চালানের একটি নমুনা দেওয়া হল :

ফারুক ট্রেডার্স (বিক্রেতা)
১২, ইসলামপুর রোড, ঢাকা

চালান

চালান নং ০১ তারিখ ঃ ১১ জানুয়ারি ২০০৩

ক্রেতার নাম ঃ তারেক ট্রেডার্স
৩০, এন এস রোড, কুষ্টিয়া

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
১.	কর্ণফুলী সাদা কাগজ	১০০ রিম	৩০০	৩০,০০০
২.	নিউজ প্রিন্ট	২০০ রিম	১২৫	২৫,০০০
৩.	ডুপ্লিকেটিং পেপার	১০ প্যাকেট	৫০০	৫,০০০
	মোট			৬০,০০০
	বাদ ঃ ব্যবসায়িক বাট্টা ১০% মোট			৬,০০০
				৫৪,০০০

ভুল ত্রুটি সংশোধন সাপেক্ষ

স্বাক্ষর
ম্যানেজার

বিল ও ক্যাশ মেমো (Bill and Cash Memo) ঃ নগদ টাকায় পণ্য বিক্রয় করলে বিক্রেতা ক্যাশ মেমো তৈরী করে ক্রেতাকে প্রদান করে। ক্যাশ মেমোতে পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, দর, মোট মূল্য, নীটমূল্য, কমিশন ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। ক্রেতা ক্যাশ মেমো পেলে পণ্যমূল্য পরিশোধ করে। পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করে। পণ্য সামগ্রী বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় হলে চালান ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নগদ ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্যাশ মেমো অপরিহার্য। ক্রেতা এবং বিক্রেতা চালানের সাথে ক্যাশমেমো এবং ভাউচার সংযুক্ত করে নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করে।

ক্যাশ মেমোর নমুনা
(Specimen copy of cash memo)
আবির এন্ড সন্স
৩০ আল্পনা প্লাজা, ঢাকা

ক্যাশ মেমো নং ০৭৮৬ **ঢাকা**
ক্রেতার নাম ঃ সামি এ্যান্ড কোং ১২ জানুয়ারি ২০০৩
ঠিকানা- আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম

ক্রম. নং	পণ্যের নাম	বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
১.	টেট্টন কাপড়	গ্রেড এ	৫০ গজ	১০০	৫,০০০
২.	লং ক্লথ	মডিয়াম কোয়ালিটি	২০০ মিটার	৫০	১০,০০০
				মোট	**১৫,০০০**
				বাদ ১০% ব্যবসায়িক বাট্টা	১,৫০০
				নীট মূল্য	**১৩,৫০০**

টাকা (কথায়) তের হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র।

(মূল্য পরিশোধ সিল)
বি.দ্র. ঃ বিক্রিত মাল ফেরৎ নেয়া হয় না। বিক্রয় ব্যবস্থাপক

ভাউচার (Voucher) ঃ আয়, বিক্রয়, ব্যয় ও খরচ নগদান বইতে লিপিবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত স্বাক্ষরিত প্রমাণপত্রকে ভাউচার বলে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয়ের সময় সংশ্লিষ্ট অর্থ গ্রহণকারী ও অর্থ প্রদানকারী এরূপ ভাউচার দিয়ে থাকে। ভাউচারে ব্যয়ের খাত, পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও কোন লেনদেনের সমর্থনে লিখিত প্রমাণপত্র যেমন, রশিদ, চালান, চুক্তিপত্র, চিঠিপত্র, সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদি ও ভাউচার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ভাউচার সাধারণত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ছাপানো হয়ে থাকে। অর্থ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ভাউচারের ঘরগুলো পূরণ করে সংশ্লিষ্ট অর্থ প্রদানকারীকে দেয়। সুতরাং ভাউচার হচ্ছে ব্যয়ের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র বিশেষ।

তারেক এ্যান্ড কোং
২৪ নয়া পল্টন, ঢাকা

ভাউচার নং ঢাকা
ক্রেতার নাম- সামি এ্যান্ড সন্স তাং ১২ জানুয়ারি ২০০৩
ক্রেতার ঠিকানা- ৩০, এন এস রোড, কুষ্টিয়া

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য(টাকা)
১.	কফি	৬০ কেজি	২০০	১২,০০০
২.	ইস্□াহানী চা	২৫০ পাউন্ড	১০০	২৫,০০০
			মোট	**৩৭,০০০**

উপরের ভাউচারটি সামি এ্যান্ড সন্স থেকে চা ও কফি ক্রয়ের সময় তারেক এন্ড কোং, সামি এ্যান্ড সন্সকে ইস্যু করে। ভাইচার দু'রকম হতে পারে। যথা ঃ ডেবিট ও ক্রেডিট ভাইচার। উপরের ভাউচারটি তারেক এ্যান্ড কোং এর জন্য ডেবিট

ভাউচার এবং সামির নিকট ক্রেডিট ভাউচার। অর্থাৎ যে ভাউচার অর্থ ব্যয়ের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা ডেবিট ভাউচার। আর যে ভাউচার অর্থ গ্রহণের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা ক্রেডিট ভাউচার।

ডেবিট নোট (Debit Note) ঃ ক্রেতা যখন কোন সঙ্গত: কারণে ক্রয়কৃত পণ্য বিক্রেতাকে ফেরত পাঠায় তখন উক্ত পণ্যের পূর্ণ বিবরণ, যথা- পরিমাপ, দর, মূল্য ইত্যাদি একখানি কাগজে লিখে বিক্রেতার কাছে প্রেরণ করে এবং বিক্রেতাকে জানিয়ে দেয় যে তার হিসাবখাত উক্ত ফেরত পণ্যের জন্য ডেবিট করা হয়েছে। পণ্য ফেরতের ক্ষেত্রে এরূপ দলিলকে ডেবিট নোট বলে। ডেবিট নোট চালান থেকে আলাদা করার জন্য অনেক সময় লাল কালিতে লেখা হয়। ডেবিট নোটের সাহায্যে ক্রয় ফেরত বই লেখা হয়।

ডেবিট নোটের নমুনা

খালেদ ব্রাদার্স

৬০ পুরানা পল্টন, ঢাকা

ডেবিট নোট নম্বর -০২৪ ঢাকা

ডেবিট নোট গ্রহীতা- মাসুম এ্যান্ড কোং তাং ১২ জানুয়ারি ২০০৩

২৬ ভাসানী রোড, সিরাজগঞ্জ

পণ্যের বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য(টাকা)
নিম্নমানের জন্য ৪ নং চালানের শার্টপিস ফেরত দেওয়া হলো বাদ ব্যবসায়িক বাট্টা ১০%	৫০	১০০	৫,০০০ ৫০০
		মোট	<u>৪,৫০০</u>

টাকা (কথায়) ঃ চার হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র

(ভুল ত্রুটি সংশোধনযোগ্য) স্বাক্ষর

খালেদ ব্রাদার্স এর পক্ষে

ক্রেডিট নোট (Credit Note) ঃ বিক্রেতার কাছে বিক্রিত পণ্য কোন সঙ্গত কারণে ফেরত আসলে বিক্রেতা উক্ত ফেরত মালের বিবরণ, যথা, পরিমাণ, দর, মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ করে একটি দলিল ক্রেতার কাছে প্রেরণ করে এবং তাকে জানিয়ে দেয় যে তার হিসাবখাত ফেরত পণ্যের জন্য ক্রেডিট করা হয়েছে। একে ক্রেডিট নোট বলা হয়। ক্রেডিট নোট থেকে বিক্রয় ফেরত বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ক্রেডিট নোটের নমুনা

মাসুম এন্ড কোং

২৬ ভাসানী রোড, সিরাজগঞ্জ

ডেবিট নোট

ক্রেডিট নোট নম্বর ০৩৬ সিরাজগঞ্জ

৬০ পুরানা পল্টন, ঢাকা তারিখ ১২ জানুয়ারি ২০০৩

বিবরণ	পরিমাণ	দর (টাকা)	মূল্য (টাকা)
নমুনা মাফিক না হওয়ার জন্য শার্ট পিস ফেরত এসেছে বাদ ব্যবসায়িক বাট্টা ১০%	৫০ পিস	১০০	৫,০০০ ৫০০
		মোট	<u>৪,৫০০</u>

টাকা (কথায়) ঃ চার হাজার পাঁচশত মাত্র।

স্বাক্ষর

(ভুল ত্রুটি সংশোধন সাপেক্ষ)

মাসুম এন্ড কোং-এর পক্ষে

মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট চালানপত্র (Value added tax chalan /Invoice) ঃ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য বা সেবার সংযোজিত মূল্যের যে কর ধার্য করা হয় তাকে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট বলা হয়। ১৯৯১ সালের ১লা জুলাই থেকে ভ্যাট প্রচলন শুরু হয়। কর দাতার সংযোজিত মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করতে হয়। নিম্নে মিষ্টি উৎপাদন ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ভ্যাট চালানের নমুনা দেওয়া হল-

ভ্যাট চালানপত্র

গ্রাহকের নাম -ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ঠিকানা- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া-৭০০৩
নিবন্ধন সংখ্যা ০০০০০

চালানপত্রের ক্রমিক নং ০২৩৪
চালানপত্র প্রদানের তারিখ ১২ জুন' ০৩

সেবার ক্রমিক নং	সেবা প্রদানের তারিখ	সেবার নাম ও পরিমাণ		মোট মূল্য (সংযোজন কর বাদে)	সম্পুরক করের পরিমাণ ১০%	মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ ১৫%	সর্ব প্রকার করসহ মূল্য
০১৫	১২/০১/২০০৩	রস মলাই (১০০/- দরে)	৫ কেজি	৫০০		৭৫	৭৫

পাঠ সংক্ষেপ

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সঠিকভাবে ও নির্দিষ্ট নিয়মে লিপিবদ্ধ করা হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক কাজ। হিসাব বইতে লেনদেন লিপিবদ্ধ করার সময় প্রতিটি লেনদেনের সমর্থনে প্রমাণপত্র প্রয়োজন হয় যাকে লেনদেনের দলিলপত্র বলে। এগুলো হলো চালান, ক্যাশমেমো, ভাউচার, ডেবিট নোট, ক্রেডিট নোট, ভ্যাট চালানপত্র ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। লেনদেনের দলিলপত্র বলতে বুঝায়?
ক) লেনদেন সংঘঠনের অনুমতিপত্র খ) লেনদেনের সমর্থনে প্রমাণপত্র
গ) লেনদেন লিপিবদ্ধ করার নিয়মকানুন ঘ) লেনদেন লিপিবদ্ধ করার হিসাবের বই।

২। কোনটি ছাড়া লেনদেন হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা যায় না?
ক) আর্থিক বিবরণী খ) আর্থিক প্রতিবেদন
গ) লেনদেনের দলিলপত্র ঘ) লেনদেন সংঘঠনের অনুমতিপত্র।

৩। লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের জন্য প্রয়োজন-
ক) হিসাবের বই খ) কম্পিউটার
গ) লেনদেনের দলিলপত্র ঘ) সবগুলো।

৪। কোনটি লেনদেনের দলিলপত্র?
ক) চালান খ) ভাউচার
গ) ডেবিট নোট ঘ) সবগুলোই।

৫। কোনটি লেনদেনের দলিল নয়?
ক) ক্রেডিট নোট খ) ক্যাশ মেমো
গ) ফরমায়েশপত্র ঘ) ভ্যাট চালানপত্র।

৬। ক্রেতা পণ্য ফেরত দিয়ে যে দলিল তৈরী করেন তার নাম-
ক) ডেবিট নোট খ) ক্রেডিট নোট
গ) ডেবিট ভাউচার ঘ) ক্রেডিট ভাউচার।

৭। নগদ ক্রয় লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন-
ক) ক্রয় চালান, ক্যাশমেমো ও ডেবিট ভাউচার খ) বিক্রয় চালান, ক্যাশমেমো ও ক্রেডিট ভাউচার
গ) ডেবিট নোট, ক্যাশমেমো ও ডেবিট ভাইচার ঘ) ক্রেডিট নোট, ক্যাশমেমো ও ক্রেডিটভাউচার।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। লেনদেনের দলিলপত্র বলতে কি বুঝায়? ভ্যাট চালানপত্রের নমুনা উল্লেখ করুন।

২। চালান বলতে কি বুঝায়? একটি চালানের নমুনা উল্লেখ করুন।

৩। ভাউচার কি? একটি ডেবিট ভাউচার কিভাবে নগদান বইতে লেখা হয়।

৪। ডেবিট নোট ও ক্রেডিট নোট কি? ডেবিট ও ক্রেডিট নোটের নমুনা উল্লেখ করুন।

ব্যবহারিক প্রশ্ন ঃ

১। নাজিম এ্যান্ড কোং এর নিম্নোক্ত লেনদেনগুলো চালান ও বিলে স্থানান্তর করুন।

ক) ২,০০০ ডজন পেন্সিল প্রতি ওজন ৪০ টাকা দরে, ব্যবসায়িকবাট্টা ১০%।

খ) ৫০০ রিম সাদা কাগজ প্রতি রিম ৩০০ টাকা দরে, ব্যবসায়িকবাট্টা ১০%।

২। কুষ্টিয়া ষ্টোরস এর নিম্নোক্ত লেনদেনগুলোর ক্যাশ মেমো ও ভাউচার তৈরী করুন।

ক) ১০ টিন সয়াবিন তৈল প্রতি টিন ৫০০ টাকা দরে বিক্রয়।

খ) ৫ টিন বাটার ওয়েল বিক্রয় ২০০০ টাকা দরে।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২.১	ঃ	১। গ	২। গ	৩। খ	৪। ক	৫। খ	৬। খ	৭। ঘ।
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২.২	ঃ	১। গ	২। খ	৩। ক	৪। ঘ	৫। ঘ	৬। ঘ।	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২.৩	ঃ	১। খ	২। গ	৩। ঘ	৪। ঘ	৫। গ	৬। ক	৭। ক।